



89743 - বিভিন্ন বদিাতী উপলক্ষে আয়োজিত প্রত্যাগতির পুরস্কার

প্রশ্ন

আমাদের মসজিদে বিভিন্ন ধর্মীয় উপলক্ষে (মাহে রমযান, মলিাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম...) প্রত্যাগতির আয়োজন করা হয়। এ প্রত্যাগতিগুলোতে নানারকম পুরস্কার দেয়া হয়। এ ধরণে পুরস্কার গ্রহণ করা কি জায়যে আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

মুসলিমি উম্মাহর মাঝে যে উৎসব বা উপলক্ষগুলো আবর্তিত হয় সেগুলো হাতে গনো কয়কেটি এবং সবার জানা; যে উপলক্ষগুলোর বর্ণনা শরিয়তের পক্ষ থেকে এসেছে এবং যগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ শ্রণীর উপলক্ষগুলোর মধ্যে রয়েছে- মাহে রমযান, ঈদ, যলিহজ্জ মাসের দশদিন ও মুহররম ইত্যাদি। মলিাদুন্নবী এ শ্রণীর মধ্যে নেই। কনো মলিাদুন্নবী উপলক্ষে বিশেষ কনো আচার-অনুষ্ঠান, ইবাদত-বন্দগে কিংবা উদযাপন করার ব্যাপারে কনো দললি উদ্ধৃত হয়নি। বরং সাহাবয়ে কেরাম, তাবয়েনি ও তাঁদের পরবর্তীগণ এ দবিসকে বিবেচনাই করতনে না। সুতরাং যে ব্যক্তি মলিাদুন্নবীকে শরিয়তের কছির সাথে সম্পৃক্ত করবে সে ব্যক্তি বিদিত করল, দ্বীনরে মধ্যে নতুন বিষয় চালু করল। ইতপূর্বে আমাদের ওয়েব সাইটে মলিাদুন্নবী বিদিত হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন: [5219](#), [10070](#), [13810](#), [20889](#) ও [70317](#) নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

নঃসন্দহে সেই দিনে প্রত্যাগতির আয়োজন করা হচ্চে- সেইদিন পালন করা ও উদযাপন করা। এটি সে দিনকে ঈদ হিসেবে পালন করার নামান্তর। তাই এ বিদাতী উপলক্ষকে কনেন্দ্র করে যে প্রত্যাগতির আয়োজন করা হয় তাতে অংশ গ্রহণ করা নাজায়যে। নচেৎ অংশগ্রহণকারীও বিদাতী গণ্য হবে। আমরা আল্লাহর কাছে সুরক্ষা প্রার্থনা করছি।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রে এসেছে-

পবত্র ঈদে মলিাদুন্নবী উপলক্ষে আমাদের আফ্রিকাতে যা ঘটতে থাকে- শক্তি প্রত্যাষ্ঠান ও কল-কারখানায় ছুটি দেয়া কিংবা খোতবা, আলোচনা ও ওয়াজ মাহফলির আয়োজন করা; এগুলোকে আপনারা কি দৃষ্টিতে দেখবেন? উম্মাহর সহযোগিতায়



আল্লাহ্ আপনাদেরকে অটুট রাখুন।

জবাব ছিলি:

মলিাদুননী পালন ও এ উপলক্ষে ছুটি দায়ো বদিত। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করনেনি। তাঁর সাহাবীবর্গ করনেনি। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি আমাদের এ শরিয়তে নতুন কিছু চালু করে সেটো প্রত্যাখ্যাত”।[সমাপ্ত]

তনি:

পক্ষান্তরে, শরিয়ত অনুমোদিত উপলক্ষসমূহ যমেন- মাহে রমযান ও এ ধরণে উপলক্ষগুলো; সগেলের ক্ষত্রে শরিয়তেরে বধিান হচ্ছে, বরং মুস্তাহাব হচ্ছে- মানুষকে এ উপলক্ষগুলো স্মরণ করিয়ে দায়ো, এ উপলক্ষে কিকি আমল করা মুস্তাহাব সগেলেরে ফযলিত ও কিকি সওয়াব লখে হব সেসেব জানিয়ে দায়ো। শরিয়ত অনুমোদিত এ মতৌসমগুলো মানুষ কভাবে পালন করবে তা শখনেরে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে- বিভিন্ন দারস ও সভা-সমাবেশে আয়াজন করা।

এ উপলক্ষগুলো পালন করার একটা মাধ্যম হচ্ছে- বিভিন্ন ইলমি প্রতযিোগতি ও কুরআন মুখস্ত করার প্রতযিোগতির ব্যবস্থা করা। কারণ এ উপলক্ষে মানুষ আল্লাহ্মুখী হয়ে উঠে। কুরআন তলোওয়াত করা, মুখস্ত করা ও দ্বীনি বধি-বধিান শখোর জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠে। সুতরাং এ উপলক্ষে প্রতযিোগতির আয়াজন করা ও তাতে অংশ নয়তে ইনশাআল্লাহ্ কনেন অসুবধি নহে।

চার:

আমাদেরে ওয়বে সাইটে ইতপূর্বে বিভিন্ন প্রতযিোগতিয় পুরস্কার দায়োর বধিান বরণনা করা হয়ছে। বরং কনেন প্রতযিোগতিতে যদি দ্বীনি কথিবা দুনিয়াবী কনেন কল্যাণ থাকে তাহলে সঠিকি মতানুযায়ী সেটো জায়যে। বরং হানাফি মাযহাবে আলমেগণ ইলমি ও গাণতিকি প্রতযিোগতির ক্ষত্রে বনিমিয় নয়োকো জায়যে বলছেন।

“আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দয়িয়া” গ্রন্থে এসছে-

“যদি ফকিহর শকিয়ার্থী একজন আরকেজন কে বলে: আস, আমরা মাসয়ালাগুলো পর্যালোচনা করি। যদি তুমি সঠিকি জবাব দাও আমি ভুল করি তাহলে আমি তোমাকে এত এত দবি। আর যদি আমি সঠিকি জবাব দহে তুমি ভুল কর তাহলে আমি তোমার থেকে কিছুই নবি না- এটা জায়যে হওয়াই আবশ্যিক।[সমাপ্ত]

দখেন: রাদ্দুল মুহতার (৬/৪০৪)



আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।